উত্তাল দিনের কথকতা

উত্তাল দিনের কথকতা

খাইরুদ্দীন বারবারোসার আত্মকথা

কাজী আহনাফ তাহমিদ
অনূদিত

নাশাত

উত্তাল দিনের কথকতা
খাইরুদ্দীন বারবারোসা
অনুবাদ : কাজী আহনাফ তাহমিদ

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ
বানান : মুহাম্মদ ইবরাহিম

মূল্য : ১৮০ (একশ আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

অর্পণ

কাছের মানুষদের—যারা তীব্রভাবে উপস্থিত থাকেন আমাদের জীবনে—দুটো মোটাদাগে ভাগ করা যায়। কিছু মানুষ সারাক্ষণ চোখের সামনে, স্পর্শের দূরত্বে থাকেন। দৈনন্দিনের যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ছায়া, মায়া ও উষ্ণতা যুগিয়ে যান। আর কিছু মানুষ প্রায় অগোচরে থেকেও তীব্রভাবে উপস্থিত থাকেন আমাদের জীবনে। এমন একজন মহৎপ্রাণ মানুষ—আকম জহুরুল আলম। আমার মরহুম 'জজ ফুপা'। প্রিয় জজ ফুপ্পা, আপনার সময় কাটুক জান্নাতে, সহস্র ফুলের বর্ণিলতায়।

বারবারোসা : অনুবাদকের কৈফিয়ত

দীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে স্বপ্নপূরণ হতে দেখার যে অনুভূতি, তারচেয়ে অপার, পরম কি কিছু আছে? শেষমেশ প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে স্বপ্ন ধরা দিচ্ছে। আল্লাহর ফজলে মরহুম খাইরুদ্দীন বারবারোসার আত্মকথা আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। প্রখ্যাত কবি সাইয়েদ আলি মুরাদির কলম-আশ্রিত জিহাদ-অভিযানের আখ্যানটির অনুবাদ আমি সম্পন্ন করে উঠতে পেরেছি। স্বগত সংলাপ এড়িয়ে একান্ত বইটি নিয়ে কিছু বলা যাক।

আমার কাছে, বেশ কিছু দিক বিবেচনায়, মনে হয়েছে বইটি অনন্য। সেগুলো নিয়েই কিছু বলতে চাই।

বিষয় বিবেচনায় এর অনন্যতা

সুলতান সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট (সুলেইমান আল কানুনী) এর নির্দেশে গ্রন্থটি রচনার উদ্যোগ নেন খাইরুদ্দীন বারবারোসা। শ্রুতিলিখন করেন তারই সহযোদ্ধা কবি সাইয়েদ আলি মুরাদি। বারবারোসার মিডিল্লি ত্যাগ থেকে শুরু করে আলজেরিয়ার শাসনভার-গ্রহণ, দখলদার স্পেনীয়দের বিতাড়ন ও লাখো নিপীড়িত মুসলিম ও ইহুদিকে উৎপীড়নের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার একটা অকপট আখ্যান বিবৃত হয়েছে এতে।

আঙ্গিক ও প্রকরণেও এর অনন্যতা অনস্বীকার্য। বেশ সাবলীল ও মসৃণ গদ্যে বোনা এই আখ্যানসমগ্র। উত্তর আফ্রিকায় উসমানীয়দের তৎপরতার কথা যার বেমালুম অজানা, যে জানে না দুনিয়ার বুকে আলজেরিয়া নামে কোনও ভূখণ্ডের অস্তিত্ব আছে, তারও যেন বিপাক না বাধে আখ্যানটির রসাস্বাদে, সেমত করেই বোনা হয়েছে এর সুতো। যে ইতিহাস এতে বিবৃত হয়েছে, তা বুঝতে ও যাপন করতে অতিরিক্ত কোনও ভাবনায় পড়তে হয় না পাঠককে। জোর দিয়েই বলা যায়, সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের ব্যাপারে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না।

বইটা কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন। তবু দুর্বোধ্যতামুক্ত সাবলীল এর গদ্যভঙ্গি। এর কারণ হয়তো এই যে, এ এমন এক মহামানবের অকপট স্বীকারোক্তি, যোদ্ধা ছাড়া যার দ্বিতীয় কোনও পরিচয় নেই। খাইরুদ্দীন বারবারোসা কোনও ধর্মবেত্তা তো ননই, এমনকি চিন্তক, ইতিহাসবিদ কিংবা দার্শনিকও আসবে না তার পরিচিহ্নায়নে। আপাত-সাধারণ মানুষটার জীবনে দুটোই লক্ষ্য, অকপটে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ঘোষণা দিয়েছেন :

ক. শত্রুদের ধরাশায়ীকরণ

খ. আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ

পাঠযাত্রায় আমরা দেখব, তিউনিসিয়ার জারবা দ্বীপে পৌঁছে বড়ভাই উরুচকে উদ্দেশ করে তার দীপ্ত উচ্চারণ; মৃত্যুই যখন জীবনের শেষগন্তব্য তাহলে তা আল্লাহর রাস্তায় কেন নয়, এ-ই তো শ্রেয়!

রচনার স্বার্থকতা

আর আখ্যানটি রচনার উদ্দেশ্য কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, সে-কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা লক্ষ করব, বারবারোসা সবক'টি ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে চেয়েছেন। এখানে যেমন এসেছে তার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের কথা, তেমনি এসেছে তার নির্দেশে পরিচালিত অভিযানের কথাও। সংবেদনশীল পাঠক পাঠকালে সূক্ষ্ম আবেগ ও সংবেদনের ছোঁয়া পাবেন আশা করি। বারবারোসা পাঠককে ধরে রাখতে, নিজ জীবনের ঢেউয়ে পাঠককে আন্দোলিত করতে সিদ্ধহস্ত। পাঠক হারিয়ে যাবেন বারবারোসাদের আলজেরিয়া প্রতিরক্ষা-যুদ্ধের ময়দানে, কেঁপে উঠবেন তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া উপকূলে স্পেনের হামলার সমুচিত জবাব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

বিপুলা গনিমত লাভের পর তাতে লোভাতুর দাঁত না বসিয়ে রাষ্ট্রের কোষাগারে দান করে দেওয়া, গরিব-দুঃখীদের সদকা করা—পদে পদে বারবারোসা যেন আমাদের আরও দায়িত্বশীল, আরও নিষ্ঠাবান হবার সবক দেন। আমরা দেখি রাষ্ট্র ও গরিব-দুঃখীদের হক আদায়ের পরেই কেবল তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে বসেন। আগে সহযোদ্ধাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেন। সবশেষে নিজের হিসসা নেন অবশিষ্ট অংশ থেকে। এভাবে তিনি আমাদের দেন আরও নিঃস্বার্থ হয়ে ওঠার সবক।

পাঠকালে পাঠক লক্ষ করবেন বারবারোসা তাকে ক্রমশ নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। উত্তেজিত করে তুলছেন। অথচ তিনি কেবল যুদ্ধের সরল ধারাবিবরণীই দিয়ে চলেছেন।

আরেকটা বিষয় লক্ষ করবার আছে। বারবারোসা কিন্তু নিরপেক্ষতার ধোঁয়া তোলেননি ধড়িবাজ ইতিবাসবেত্তাদের মতো। এক্ষেত্রে তিনি নাজিল হন হল সত্যের ত্রাতার ভূমিকায়। লুণ্ঠিত সত্য তিনি উদ্ধার করেন। মিথ্যার আঁধার থেকে সত্য অবমুক্ত করাই ছিল তার যাবতীয় তৎপরতায় প্রণোদায়িনী।

বারবারোসার ধর্মচেতনার দীপ্তিও আমাদের ছুঁয়ে যায় প্রবলভাবে। তৎকালের মুসলিম জাতিসত্তার কেন্দ্রীয় অভিভাবক ছিল উসমানী খেলাফত। খেলাফত-বিরোধীদের দমনের যুদ্ধকে বারবারোসা 'জিহাদ' শব্দে বর্ণনা করেছেন। স্পেন ও তার মিত্রদের—বলা ভালো—গোটা খ্রিষ্টান দুনিয়াকেই তিনি শত্রু ঠাওরেছেন। কাফের, মুনাফেক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধে নিহত হওয়াকে শাহাদাতের গৌরব দিয়েছেন। বারবারোসার বর্ণনায় মুহুর্মুহু ঝলসে উঠেছে তার ধর্মচেতনার দীপ্তি। অন্তত তার শব্দচয়ন আমাদের এমনই সাক্ষ্য দেয়।

আমরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রেখেছি তার এক্সপ্রেশনগুলো মূল তুর্কি ভাষায় যেভাবে লেখা হয়েছে, বহাল রাখতে—যেন পাঠক ঘটনাগুলো যাপন করেন নিজেরই সমকাল যাপনের মতো। আত্মীয়তা অনুভব করেন বারবারোসার সময়কালের সঙ্গে। বাংলায়নে যথাসম্ভব লক্ষ রাখা হয়েছে ভাষার ব্যবধান যেন অনাত্মীয়তা তৈরি না করে। কোথাও কোথাও কাঠিন্য থাকলেও, মূল তুর্কি সংস্করণে প্রদীপ্ত প্রকাশভঙ্গিকে সহজতর করার উদ্যোগ আমরা নিইনি। বর্ণনাভঙ্গিতেও নিজস্ব মত খাটাইনি। যথাসম্ভব যথার্থ প্রতিশব্দ

স্থাপন ও বর্ণনাভঙ্গি অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ এর সঙ্গেই মিশে আছে স্পেনের যুদ্ধাপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠনের ব্যাপারে সেকালের মনোসংস্কৃতি, শত্রুদের ব্যাপারে মুসলিমদের মনোভাব।

প্রথিত আছে ওহরান, বাজায়া, তিউনিসিয়া, পশ্চিম ত্রিপোলি, আন্দালুসিয়ায় খ্রিষ্টবাদ পরিচালিত বর্বরতার ব্যাপারে বারবারোসার ভাবনা-মনোভঙ্গি। এর ছত্রেছত্রে সুপ্ত আছে সেসব আখ্যান।

নিঃসংশয়ে বলা যায়, বইটি কালের মূল্যবোধ, মানস ও মানুষের এক দর্পণ হয়ে উঠেছে। অনুবাদে আমি শুধু চেষ্টা করেছি খাইরুদ্দীন বারবারোসা ও সমকালীনরা যে চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন দৈনন্দিন ঘটনা, ঠিক সেভাবেই যেন পাঠক ঘটনাগুলো দেখতে পারেন—তা নিশ্চিত করতে। চেষ্টা করেছি পাঠকের সামনে তৎকালের রাজরাজড়া, পদস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে বারবারোসা ও তার সঙ্গীদের মনোভাব অপরিবর্তিতভাবে তুলে ধরতে।

আর এ কারণেই চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সংযোজন-বিয়োজনের পথ না মাড়াতে। কিন্তু যেখানে না হলেই না, সেখানে পরিবর্তন করতে হয়েছে। যেমন অনেকগুলো স্থানের আধুনিক নাম ব্র্যাকেটে দিয়ে দেওয়া, যা মূল তুর্কি সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল। আশা করি এতে পাঠযাত্রা আরেকটু মসৃণই হবে।

বাংলা সংস্করণে থাকা শিরোনামগুলো মূল তুর্কি সংস্করণে ছিল না। বইটির আধুনিক তুর্কি সংস্করণ প্রকাশকালে প্রফেসর উজতুনা এগুলো সংযোজন করেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা ও বর্তমানে অপ্রচলিত ব্যবহারগুলোও তিনি বিয়োগ করেছেন। ভূমিকায় তিনি বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেন, তার মধ্যে পাঠ অভিজ্ঞতাকে সহজতর করা ছিল প্রধানতম কারণ।

যেহেতু উসমানী খেলাফতকালে, সুলতান সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের নির্দেশে তুর্কি ভাষায় রচিত হয়েছে গ্রন্থটি, সেহেতু আমরা এর রচনাসাল নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না। তা ছাড়া বারবারোসার লিখিত কপিটিও হারিয়ে গেছে। অবশ্য এই পর্যন্ত গ্রন্থটির অনেকগুলো সংস্করণ বের হয়েছে। ইস্তাম্বুল, ভ্যাটিকান, বার্লিন, কায়রো, মাদ্রিদ, প্যারিস ও লন্ডনের বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সংস্করণগুলোর মধ্যে ভ্যাটিকান সংস্করণটিই এগিয়ে রাখা হয়।

আধুনিক তুর্কিতেই এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের তালিকা ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত তথ্য তুলে দিচ্ছি :

১. বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও তুর্কি সাংবাদিক ইয়ালমাজ উজতুনা। তিনিই প্রথম এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক আলহায়াত পত্রিকায়। গত শতকের ষাটের দশকে পত্রিকাটি ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে।

২. ১৯৭৫ সালে তুর্কি লেখক ও কবি এরতুগ্রুল দোজাগ এটিকে মহাকাব্যিক উপন্যাসের রূপ দেন। সেই বছরই BARBAROS HAYREDDIN PAŞA'NIN HATIRALRAI অর্থাৎ 'খাইরুদ্দীন পাশার আত্মকথা' নামে প্রকাশ করেন।

৩. ১৯৯৫ সালে তুর্কি নৌবাহিনী GAZAVAT-I HAYRETTIN PAŞA অর্থাৎ ‘খাইরুদ্দীন পাশার অভিযানসমূহ’ শিরোনামে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। কিন্তু এতে এত বেশি পরিবর্তন করা হয়েছে যে মূল সংস্করণের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক স্বরটাই হারিয়ে গেছে। রচনাযুগের কোনও প্রাণশক্তি এতে আর অবশিষ্ট থাকেনি।

বইটির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা কৈফিয়ত হিসেবে শুধু এটুকুই বলব—এই উত্তাল দিনের আখ্যানসমগ্রের অনুবাদও আমার জীবনের একটা উত্তাল অধ্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। সংযোজন হিসেবে আছে ভাষার দীনতা। অপুষ্ট হাতের লেখা পাঠকের পাঠযাত্রা ব্যাহত করলে ক্ষমার আর্জি রইল।

নিরালা, খুলনা
২৩ নভেম্বর ২০২১

আত্মকথা রচনার প্রেক্ষাপট : ১৫
পিতা ইয়াকুব আগার সামাজিক অবস্থান ও আম্মাজানের সঙ্গে তার বিয়ে : ১৫
কাফেরদের হাতে উরুচের বন্দিত্ববরণ এবং কারাভোগ : ১৬
রোডস-এর জাহাজ থেকে উরুচের পলায়ন ও মুক্তিলাভ : ১৯
তোমরা উরুচকে ঘাটাতে যেয়ো না : ১৯
মিসর সুলতানের সেবায় উরুচয়ের যোগদান : ২১
মনে হল গোটা দুনিয়াই আমার পদতলে : ২৫
জিহাদ মোবারক হোক : ২৬
কাফেররা আমাদের ভয় পেতে শুরু করে : ২৭
চার থেকে চোদ্দ : ২৮
সমুদ্রের জন্য আমাদের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার ঊর্ধ্বে : ৩১
আমাদের পথপানে চেয়ে গরিব-অসহায়ের দল : ৩২
সুলতানের দোয়া পেয়ে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হয়েছি : ৩৪
শত্রুজাহাজে তীব্র আক্রমণ : ৩৬
স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ : ৩৭
উরুচ রইসের বিজয় : ৩৯
বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি : ৪৩
উরুচ রইসের শাহাদাত : ৪৪
উসমানি সাম্রাজ্য থেকে আজও কেউ কোনো ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিতে পারেনি : ৫৩
তিলিমসান বিজয় : ৫৪
ইবনুল কাজীর বিদ্রোহ : ৬০
আলজেরিয়া পেছনে ফেলে : ৬১
আলজেরিয়ায় জনরোষ : ৬৪
আবার আলজেরিয়ার পথে : ৬৬
ইবনুল কাজীর পরিণতি : ৬৭
মহামান্য সুলতানের দরবারে : ৭৪
তোমরা আমাকে হাসির পাত্র বানিয়েছ : ৭৭
আটলান্টিক মহাসাগরে আইদিন রইসের সৈন্যরা : ৭৯
তুর্কিদের স্পেন অভিযান : ৮২
আমার পদোন্নতি : ৮৬
বিশ্বসেরা নৌবাহিনীর প্রধান হয়ে : ৮৭
প্রিভেজার যুদ্ধ : ৯৮
ডোরিয়ার শোচনীয় হাল : ৯৯

চার্লসের পত্র : ১০৪
তুর্কি দৈত্যটা ফিরে এসেছে : ১০৬
‘ভাতে মারব, পানিতে মারব’ : ১০৮
সুলতানি জাহাজ কারখানায় হাজারো শ্রমিকের ভিড় : ১১০

আত্মকথা রচনার প্রেক্ষাপট

সুলতান সুলেইমান ইবনে সেলিম খান এর সঙ্গে আলাপকালে আমার উপর এ মর্মে শাহি ফরমান জারি হয় 'তুমি ও তোমার ভাই উরুচ মিডিল্লি দ্বীপ থেকে এসে আলজেরিয়া জয় করেছ, জলে-স্থলে এখনও পর্যন্ত বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছো; অতিশয়োক্তি ও অতিসংকোচন এড়িয়ে এই আখ্যানগুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কর, এবং কাজটি শেষ হলে আমার কাছে এক কপি পাঠিয়ে দেবে, আমার সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষণ করব...'

নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেকালের একজন নামজাদা লেখককে আমি ডেকে পাঠালাম। যাকে ডাকলাম, তিনি আর কেউ নন, আমার সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশ নেওয়া আমারই দোস্ত আলি মুরাদি। তাকে সুলতানের নির্দেশনা জানালাম। পরক্ষণেই আমরা গ্রন্থরচনায় মনোযোগ দিলাম। আমি বলতে থাকি, মুরাদি শ্রুতিলিখন করতে থাকেন।

পিতা ইয়াকুব আগার সামাজিক অবস্থান ও আম্মাজানের সঙ্গে তার বিয়ে

সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ মিডিল্লি জয় করার পর তুর্কিদের সেখানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের আদেশ দেন। এখানে যারা বসতি গাড়েন, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন আমার পিতা। একজন সিপাহির সন্তান যেমন ছিলেন, তেমনি নিজেও ছিলেন সিপাহি। সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ যখন দ্বীপটিতে অবতরণ করেন, তার নির্দেশে আব্বাকে উপহার দেওয়া হয় সেলানিকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভারদার-এর একখণ্ড ভূমি।

এভাবে চলতে থাকে...

তারপর এক দিন, যখন তিনি নতুন করে সব গুছিয়ে উঠলেন, দ্বীপেরই এক গৃহস্থের মেয়েকে বিয়ে করেন। বাবা যেমন সুদর্শন ছিলেন, তেমনি সাহসী। আম্মা তাকে চারটি সন্তান উপহার দেন। যথাক্রমে তারা হচ্ছেন :

১. ইসহাক
২. উরুচ
৩. আমি খিজির
৪. ইলিয়াস।

আল্লাহ সবার হায়াত দরাজ করুন। সবাইকে বিজয়ী করুন।

ইসহাক ভাই মিডিল্লি দুর্গে অবস্থান করতেন। আমি আর উরুচ সমুদ্রে যাত্রা করতেই আগ্রহী ছিলাম। আগ্রহের জেরেই উরুচ একটি জাহাজ সংগ্রহ করেন, এবং একদিন সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য তাতে চড়ে বসেন। আর আমি উঠে পড়ি আঠারো আসনের এক জাহাজে।

শুরুর দিকে আমাদের চলাচল সেলানিকা আর এগ্রিবোজ-এর মধ্যে সীমিত ছিল। এখান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে মিডিল্লির স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতাম। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উরুচের মন ভরছিল না। তিনি শামের ত্রিপোলিতে যেতে চাচ্ছিলেন। একদিন ছোট ভাই ইলিয়াসকে সঙ্গে করে মিডিল্লি দ্বীপ ত্যাগ করলেন—গন্তব্য ত্রিপোলি।

কাফেরদের হাতে উরুচের বন্দিত্ববরণ এবং কারাভোগ

উরুচের আর ত্রিপোলি পৌঁছানো হল না। যাত্রাপথ আটকে উদয় হল রোডস দ্বীপের জলদস্যুরা। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। ছোট ভাই ইলিয়াস শহিদ হয়ে গেল। কাফেররা জাহাজ দখল করে নিল। উরুচকে শৃঙ্খল পরিয়ে রোডস নিয়ে গেল।

এ খবর যখন আমাদের কানে এলো, ভীষণ মর্মাহত হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনস্থির করি—উরুচকে মুক্ত করার একটা পথ খুঁজে বের করবই।

ক্রিগো (krigo) নামে আমার এক বিধর্মী বন্ধু ছিল। রোডস দ্বীপে তার ব্যবসা ছিল। আমি তাকে জাহাজে তুলে নিলাম। এসে পৌঁছুলাম বোদ্রুম (bodrum) এলাকায়।

"আজ বন্ধু চেনা যাবে। এই নাও আঠারো হাজার আকজা[১]। ভাইকে মুক্ত করতে আমাকে সাহায্য কর। রোডস গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। আমি বোদরুমে তোমার জন্য অপেক্ষা করব..." আমি ক্রিগোকে বলি।

জবাবে 'অবশ্যই' বলে সে রোডস চলে গেল। সেখানে উরুচ রইসের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল, "আপনার ভাই খিজির আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি আপনার জন্য অনেক দোয়া করেন। কাফেরদের হাতে আপনার বন্দিত্ববরণের খবর শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন। দিনরাত কেঁদেই চলেছেন। আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে তিনি বোদরুম অবস্থান করছেন। আপনার কাছ থেকে সুসংবাদের আশায় আছেন।"

ক্রিগোর মুখ থেকে এমন কথা শুনে, আনন্দের আতিশয্যে তিনি কেঁদে ফেলে বললেন, "আমার ভাই খিজিরকে আমার সালাম দেবে, বলবে—তার আসার কথা কেউ যেন জানতে না পারে। সুযোগ হলেই আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

রোডসের এক মশহুর ব্যক্তির সঙ্গে উরুচ রইসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। লোকটির নাম স্যান্টারলো উগলু। লোকটি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। খোঁজখবর নিত। একদিন উরুচ তাকে বললেন, "রোডস-এর জাহাজিরা আমাকে আমার ভাইয়ের কাছে বিক্রি করবে না। কিন্তু তোমার কাছে করতে পারে। তুমি যদি আমাকে এই দ্বীপ থেকে পালাতে সাহায্য কর, ভবিষ্যতে আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেব..."

[১] উসমানি সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রা। তৎকালীন সময়ের দিরহামের সমমান।